যুগান্তর

তারিখ 14 SEP 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আন্দোলনে ছাত্ররা অনমনীয়

যুগান্তর রিপোর্ট

- আজও অবরোধ
- সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা
- দুই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

শিক্ষার্থীদের ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনে রোববারও অচল ছিল ঢাকা। এদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা একযোগে ঢাকার রাজপথ দখলে নেয়। তারা কমপক্ষে ৯টি পয়েন্টে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে রাখে। এছাড়া আরও ৬টি পয়েন্টে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করে। রাস্তা অবরোধের কারণে জনভোগান্তি চরম আকার ধারণ করেছিল। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট এবং সাভারের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আজও রাজপথ অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে। তারা জানায়, প্রত্যাহারের ঘোষণা না আসা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে তারা ভ্যাট প্রত্যাহারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ পরিস্থিতিতে রোববার অর্থমন্ত্রী কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভ্যাট ইস্যুতে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ নয়। সরকার অনমনীয় নয়। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত দেন তিনি।

শিক্ষার্থীদের রাজপথ অবরোধ কর্মসূচিতে অধিকাংশ স্থানে পুলিশকে ভিন্ন ভূমিকায় দেখা গেছে। এদিন তারা শিক্ষার্থীদের রাস্তা থেকে উঠিয়ে দেয়নি। উল্টো অনেক জায়গায় পুলিশ আন্দোলনকারীদের পানি খাইয়ে ও সড়ক বন্ধ করে সহায়তা করেছে। এ আন্দোলন নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকেও তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে না।

আন্দোলনের কারণে ঢাকায় দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভ্যাট না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার ব্র্যাক এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের কাছ থেকে ভ্যাট নেয়ার ঘোষণা দেয়। নতুন করে ভ্যাটের পাশাপাশি ৩ বছর বেতন না বাড়ানোর কথা জানিয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি। আর ইতিমধ্যে নেয়া ভ্যাট সমন্বয়ের কথা বলেছে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রকাশ্যে ইতিবাচক অবস্থান থাকলেও অন্তরালে আইনশৃংখলা অনমনীয় : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

● ভ্যাট বাতিল চান সরকারের অধিকাংশ নীতিনির্ধারক : পৃষ্ঠা ১৪

● সরকার ভ্যাট নিয়ে অনমনীয় নয় — অর্থমন্ত্রী : পৃষ্ঠা ২০

অনমনীয় : আন্দোলনে ছাত্ররা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ প্রশাসন ও মালিক পক্ষের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন। তারা আন্দোলন বন্ধে কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন একাত্মতা প্রকাশ করেছে। ভ্যাট প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে। বিপরীত দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে তারা আজও রাজপথ অবরোধ করবে। তারা সকাল ৯টায় শুরু করবে এ কর্মসূচি। এতে সবাইকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

টিউশন ফির ওপর আরোপিত সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা গত কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করছে। বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো ঢাকার রাজপথ অবরোধ করে। শুক্রবারও তাদের আন্দোলন ছিল। ওইদিন তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মঘট ডাকে। পরদিন শনিবার ধর্মঘট শুরু হয়। দিন শেষে তারা রোববার ধর্মঘটের পাশাপাশি রাজপথ অবরোধের ঘোষণা দেয়। সেই কর্মসূচিই পালন করে তারা। ঢাকার এ কর্মসূচির সঙ্গে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, ঢাকার নিকটবর্তী সাভারেও অবরোধ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

সরেজমিন বিভিন্ন স্পট : যুগান্তর প্রতিনিধিরা সরেজমিন রাজধানীর ধানমণ্ডি, কলাবাগান, রাসেল স্কয়ার, শুক্রাবাদ, সোবহানবাগ, পান্থপথ, আসাদ গেট, বনানী, গুলশান ২ নম্বর, মহাখালী, রামপুরা ব্রিজ, বাড্ডা, নতুন বাজার, যমুনা ফিউচার পার্ক এলাকা ও উত্তরায় গেছেন। দেখা যায়, সকাল ১০টা থেকেই এসব পয়েন্টে শিক্ষার্থীরা অবরোধে নামে। রাস্তা অবরোধ করে তারা ওইসব এলাকায় বিক্ষোভ করে। ফলে ওইসব সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে গোটা ঢাকা শহরে। প্রধান সড়কগুলোতে যানবাহন চলতে না পারায় অন্যগুলোতে তার চাপ বাড়ে। এতে অন্য এলাকায় প্রচণ্ড যানজট তৈরি হয়। একপর্যায়ে রাজধানীজুড়ে দেখা দেয় তীব্র যানজট।

ক্লাস বর্জন করে ক্যাম্পাসের সামনের রামপুরা-বাড্ডা সড়ক অবরোধ করে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তারা সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় আন্দোলকারীদের একজন শুভ বলেন, ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে তারা সড়ক অবরোধ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি চালানোর কথা জানান তিনি।

জানা গেছে, অবরোধকালে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা কয়েক দফায় শিক্ষার্থীদের কাছে যান। এ সময় তারা জনভোগান্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে অবরোধ তুলে নিতে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তবে শেষ পর্যন্ত বিকাল সোয়া ৪টার দিকে তারা সফল হন। শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নেয়। তবে আজ সকাল ৯টায় তারা আবারও সড়ক অবরোধ করবে বলে জানিয়েছে। এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু এবারই নয়, কোনো বছরই ভ্যাট দিতে হবে না। আমরা এ বিষয়টি ছাত্রদের বোঝাচ্ছি।

রাজধানীর কলাবাগান ও ধানমণ্ডির বিভিন্ন স্পটে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১১টার দিকে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকাল সাড়ে ১০টা থেকে তাদের ক্যাম্পাসের সামনে অবস্থান নেন। পরে বেলা পৌনে ১১টায় সোবহানবাগে রাস্তা অবরোধ করেন তারা। ফলে ধানমণ্ডি-মিরপুর রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ধানমণ্ডির শংকরের পরে ২৭ নম্বর রোড পর্যন্ত অবরোধ করে স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর পান্থপথ সিগনালে সড়ক অবরোধ করেন এশিয়া-প্যাসিফিক, সিটি ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী। এতে নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, ফার্মগেট এলাকার সড়কগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

ধানমণ্ডি এলাকার শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা আর পান্থপথ এলাকার শিক্ষার্থীরা মিরপুর রোডে, আসাদগেট এলাকার শিক্ষার্থীরা বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যায়। মিরপুরে অবস্থান নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির। এই প্রতিষ্ঠানের বিবিএর ছাত্র সাব্বির হাসান জানান, একই পয়েন্টে তারা আজ আবার অবরোধ করবেন।

মহাখালী থেকে কাকলি পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করেন সাউথ ইস্ট, নর্দান, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (এআইইউবি), প্রাইম এশিয়াসহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ফলে মহাখালী ও কাকলি চৌরাস্তা থেকে গুলশান, বনানী, উত্তরা, মিরপুর, গুলিস্তানমুখী কোনো যানবাহনই চলাচল করতে পারেনি।

মানারাত ইউনিভার্সিটির আরেকটি অংশ, রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবুদ্দিন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা গুলশান-২ নম্বরে অবস্থান নেন। মহাখালীর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের ক্যাম্পাসের সামনে রাস্তা আটকে রাখে। পরে মিছিল নিয়ে গুলশান-১-এ অবস্থান নেয়। ফলে গুলশান থেকে মহাখালী, বনানী, বারিধারার সব সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আবদুল্লাহপুর ও হাউস বিল্ডিং এলাকায় আইইউবিএটি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি ও বিইউএফটির শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে টঙ্গী থেকে ঢাকায় আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে উত্তরার হাউস বিল্ডিং এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি, শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি ও উত্তরা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। উত্তরায় হাউস বিল্ডিংয়ের সামনে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। শান্তা মারিয়ামের শিক্ষার্থী মামুন ও শোয়েব জানান, পুলিশ সদস্যরা রাস্তা অবরোধ ছেড়ে মানববন্ধন করতে বলেছিল। কিন্তু তারা দাবি বাস্তবায়ন না হলে রাস্তা ছাড়বে না। এরপর পুলিশ তাদের ওপর চড়াও হয়। একপর্যায়ে পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা করে বলে অভিযোগ করেন এ শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী হোসেন খান জানান, কোনো শিক্ষার্থীকে লাঠিপেটা বা হামলা করা হয়নি। তাদের বলা হয়েছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পালনে পুলিশ তাদের সহায়তা করবে। কেউ বিশৃংখলা করলে পুলিশ তা প্রতিহত করবে।

এনএসইউ ও আইইউবি বন্ধ ঘোষণা : শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় দুটি হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) এবং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (আইইউবি)। বিশ্ববিদ্যালয় দুটির ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে এনএসইউ মঙ্গলবার পর্যন্ত সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করেছে। আর আইইউবি কর্তৃপক্ষ ঈদের আগাম ছুটি ঘোষণা করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি খোলা হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। অবশ্য এনএসইউ'র নোটিশে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণবশত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা মঙ্গলবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। আইইউবি'র নোটিশে বলা হয়েছে, ঈদ উপলক্ষে ১৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রোববার যমুনা ফিউচার পার্ক এলাকার সামনে কুড়িল-বারিধারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছিল।

প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা : রোববার ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন। আসাদগেটে অবস্থানকালে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ছাত্র আপন বলেন, 'এমনিতেই তাদের প্রতি সেমিস্টারে ৩৭ হাজার টাকা দিতে হয়। এরপর যদি সাড়ে ৭ ভাগ ভ্যাট দিতে হয়, তাহলে এর পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।' মনিকা নামে একজন ছাত্রী বলেন, 'ভ্যাটের কারণে তাদের এখন পরিচয়পত্রের ওপরও বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন ফি বেড়ে গেছে। এখন যদি প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ না করেন তাহলে এই ভ্যাট কমবে না। আর এ অবস্থা হলে তাদের অনেককে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে।' উত্তরা হাউস বিল্ডিংয়ের সামনে অবস্থানকালে কামরুল হাসান নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, ভ্যাট প্রত্যাহারে আমরা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই। তিনি এগিয়ে না এলে এই ভ্যাট প্রত্যাহার হবে না। আমরা আশা করছি তিনি আমাদের সমস্যা সমাধান করবেন।

আন্দোলন সরকার নয়, ভ্যাটবিরোধী : রাজধানীর ফিউচার পার্কের সামনে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার গেট সংলগ্ন পয়েন্টে নর্থ সাউথ ও ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা অবরোধ করে। এ সময় তাদের সঙ্গে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের শহীদুল ইসলাম খানসহ কয়েকজন শিক্ষকও যোগ দেন। অবরোধকালে শিক্ষার্থীরা বলেন, শিক্ষার্থী ভ্যাট দেবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ও দেবে না। কেননা, শিক্ষায় ভ্যাট থাকলে তা কোনো না কোনো উপায়ে শিক্ষার্থীর ওপরই চাপবে। অর্থমন্ত্রীও বিষয়টি অনুধাবন করেছেন। তাই ভ্যাট প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। এ সময় তারা বলেন, তাদের আন্দোলন সরকারের বিপক্ষে নয়, সরকারের একটি সিদ্ধান্তের বিপক্ষে।

সাংবাদিক লাঞ্ছিত : ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে অনলাইন নিউজপোর্টাল বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ডটকমের সিনিয়র সাংবাদিক লিটন হায়দার লাঞ্ছিত হয়েছেন। রোববার দুপুরে পান্থপথের স্কয়ার হাসপাতালের কাছে তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। লিটন হায়দার জানান, কয়েকজন বিদেশী চিকিৎসককে বহনকারী একটি গাড়ি স্কয়ার হাসপাতালে যাওয়ার সময় আন্দোলনকারীদের একটি দল তাদের আটকে দেন। এ সময় তারা বিদেশীদের গাড়ি থেকে বের করে লাঞ্ছিত করেন। তিনি তখন মোবাইল ফোনে এ ঘটনার ছবি তুলতে গেলে তাকে বাধা দেয়া হয় এবং লাঞ্ছিত করা হয়। ঘটনার সময়ে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে তাতে রঙ স্প্রে করা হয়েছে। পরে অবশ্য কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইসারফ হোসেন ইসা ও সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান খান।

আরও চার বিভাগে আন্দোলন : গেল কয়েক মাস ধরে আন্দোলন চললেও রোববার প্রথমবারের মতো চার বিভাগে একযোগে আন্দোলন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। খুলনা ব্যুরো জানায়, 'শিক্ষা কি পণ্য, ভ্যাট কি জন্য?' এ স্লোগান নিয়ে নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নগরীর শিববাড়ি মোড় এলাকায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। মানববন্ধনে অংশ নেয়া প্লাবন পাল নামে এক প্রতিবন্ধী ছাত্র বলেন, ভ্যাট শিক্ষার ওপর হতে পারে না। এটা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে।

রাবি প্রতিনিধি জানান, রাজশাহী নগরীর কয়েকটি পয়েন্টে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অবস্থান ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। নগরীর কাজলা এলাকায় বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সাধারণ শিক্ষার্থী ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচি শেষে মানববন্ধনও করা হয়। এছাড়া নর্থবেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও মানববন্ধন করে। এ সময় তারা জানায়, ভ্যাট নিয়ে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেউই পরিষ্কার কিছু বলছে না। অথচ ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের ফি জমা দিতে হবে। তা না দিলে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

সিলেট ব্যুরো জানায়, রোববার সকালে লিডিং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা তালতলা সুরমা টাওয়ার ক্যাম্পাস ও বন্দরবাজার রংমহল ক্যাম্পাসের সামনে সড়ক অবরোধ করে। এতে সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ও বন্দরবাজার-তালতলা সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চট্টগ্রামে নগরীর প্রধান সড়ক ওয়াসা মোড় এলাকায় অবস্থান নিয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা অবরোধ রাখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে জিইসি মোড়, ষোলশহর দুই নম্বর গেট, মুরাদপুর, লালখান বাজার, কাজীর দেউরী আশপাশ এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, এতে ইস্ট ডেল্টা, প্রিমিয়ার, পোর্ট সিটি, সাউদার্ন ইউএসটিসি, বিজিসি ট্রাস্টসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

এদিক যুগান্তরের আশুলিয়া প্রতিনিধি এবং সাভার থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানাম, সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের আশুলিয়ার বাইশমাইল পয়েন্টে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করে। এ সময় তারা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। তবে এরপরও সেখানে প্রায় ১ ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

সংহতি প্রকাশ : ক্ষমতাসীন দলগুলোর অন্যতম শরিক জাসদের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনে পুলিশি হামলার প্রতিবাদ এবং ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে প্রেস ক্লাবের সামনে দুপুরে মানববন্ধন করেছে। এতে সংগঠনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আরিফুল হক পাপ্পু নেতৃত্ব দেন। কেন্দ্রীয় সভাপতি সামছুল ইসলাম সুমনসহ অন্য নেতারাও এতে অংশ নেন।

নগরবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা : ভ্যাটবিরোধী আন্দোলনের কারণে সৃষ্ট যানজট এবং জনভোগান্তির জন্য নগরবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে লিফলেট বিলি করছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। রোববার এক পৃষ্ঠার এ লিফলেট বিলি করে তারা। এতে তারা বলেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর আরোপিত অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর আন্দোলনের কারণে সৃষ্ট অন[illegible] জন্য আমরা দুঃখিত। এরপর তার[illegible] নগরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে[illegible] নয়, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পণ্য বানানোর [illegible] হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্[illegible] আমরা এ আন্দোলন করছি। সবশেষে [illegible] শিক্ষা ব্যবস্থার এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্[illegible] আমরা আপনাদের দোয়া প্রার্থী।